আমাদের কথা

রবীন্দ্র সৃজনকলা বিশ্ববিদ্যালয়
TAGORE UNIVERSITY OF CREATIVE ARTS

মনুষ্যত্বের
শিক্ষাটাই
বড় শিক্ষা
আর সমস্তই
তাহার অধীন।

জ্ঞান, কর্ম, অনুরাগ

মূলমন্ত্রে আলোকিত হতে শিক্ষার্থীদের স্বাগত জানাই

রবীন্দ্র সৃজনকলা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে একটি ভিন্ন ধারার শিক্ষালয়।

তাঁর অনুপ্রেরণায় যাত্রা হলো শুরু

জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান
প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, ট্রাস্টি বোর্ড

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বপ্নদ্রষ্টা সদ্যপ্রয়াত জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম এবং খ্যাতনামা শিল্পী রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা। ১৪ সদস্যের একটি ট্রাস্টি বোর্ড এর পরিচালনায় রয়েছেন। বিশিষ্ট গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব রবিন খান ট্রাস্টি বোর্ডের সচিব ও সমন্বয়কারী ট্রাস্টি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ও বাংলা একাডেমির প্রাক্তন মহাপরিচালক ড. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ।

অধ্যাপক নজরুল ইসলাম

অধ্যাপক রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা

রবিন খান
সচিব, ট্রাস্টি বোর্ড ও
সমন্বয়কারী ট্রাস্টি

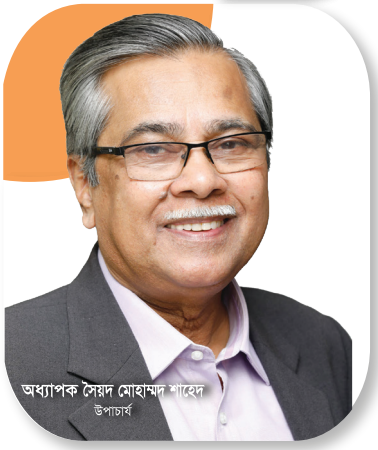

অধ্যাপক সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ
উপাচার্য

রবীন্দ্র সৃজনকলা বিশ্ববিদ্যালয়

রবীন্দ্র সৃজনকলা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের একটি নতুন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। মনন ও দর্শনের বিবেচনায় এই বিশ্ববিদ্যালয় স্বতন্ত্র। সমাজ-উন্নয়ন, শিক্ষাচিন্তা, ব্যবস্থাপনা-ভাবনা, সংস্কৃতিচর্চা ও নানা সৃজনশীল কর্মে নোবেলবিজয়ী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনদৃষ্টি আমাদের পাথেয়। আনুষ্ঠানিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও এখানে নানা ধরনের উদ্ভাবনী পদ্ধতির সংযোজন করা হয়েছে, যাতে শিক্ষাপ্রণালি আনন্দদায়ক হয় এবং উচ্চশিক্ষা উৎকর্ষসাধনের বাহন হয়।

পটভূমি

একুশ শতকের জাতীয় ও বৈশ্বিক উভয় অর্থনীতিতেই সৃজনকলা সম্পর্কিত শিল্প-বাণিজ্যের প্রবৃদ্ধি ব্যাপক। দৈনন্দিন জীবনে ললিতকলা, চারু ও কারুকলা, অলঙ্করণ ও গণমাধ্যমের প্রভাব গভীর হলেও আমাদের জীবিকা ও পেশাগতচর্চায় তা এখনও যথাযথ গুরুত্ব পাচ্ছে না। এই প্রেক্ষাপটেই রবীন্দ্র সৃজনকলা বিশ্ববিদ্যালয় নামে এই বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। এখানে দৃশ্যকলা ও পরিবেশনকলা, নকশা ও উদ্ভাবন, গণযোগাযোগ ও গণমাধ্যম, তথ্যপ্রযুক্তি, সমাজবিদ্যা ও ব্যবসাবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে পাঠদানের ব্যবস্থা রয়েছে। এ বিশ্ববিদ্যালয় সৃজনকলার ক্ষেত্রে অধ্যয়ন, গবেষণা ও প্রশিক্ষণকে এমনভাবে গুরুত্ব দেবে, যাতে এখানকার শিক্ষার্থীরা নিজেদের মেধার বিকাশ ঘটিয়ে এই ধারার শিল্পের নানা ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের জন্য উচ্চতর যোগ্যতাসম্পন্ন হয়ে ওঠে।

রবীন্দ্র সৃজনকলা বিশ্ববিদ্যালয়

আমাদের জনজীবনে শিক্ষাজীবী, গবেষক, চারুশিল্পী, বিন্যাস-পরিকল্পক কিংবা পরিবেশন শিল্পীগণ স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে সক্রিয় থাকলেও পরস্পরের পেশায় ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকেন না। তাই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকার্য এমন, যাতে বিষয়গত সংযোগের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ শিল্পের কর্মবাস্তবতায় উপযোগিতার প্রসার ঘটাতে পারে। পাশাপাশি স্ব স্ব ক্ষেত্রের দিকপাল ব্যক্তিদের অভিজ্ঞতা, উপদেশ ও কার্যকর সহযোগিতা পেয়ে শিক্ষার্থীরাও নিজেদের পাঠ্যবিষয়ে গভীর ও বাস্তব অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ ও আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে ওঠে এবং দেশ ও বিদেশের সমসাময়িক সৃজনক্ষেত্রে উজ্জ্বলতার স্বাক্ষর রাখতে পারে।

গতানুগতিকতার বাইরে গিয়ে বিদ্বান ব্যক্তিদের অঙ্গীকার ও গভীর অভিনিবেশ দ্বারা রবীন্দ্র সৃজনকলা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি সাজানো।

লক্ষ্য

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাদর্শনে সঞ্জীবিত রবীন্দ্র সৃজনকলা বিশ্ববিদ্যালয়কে সৃজনকলার ক্ষেত্রে সর্বাগ্রগণ্য বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে বিকশিত করা।

উদ্দেশ্য

সৃজনশীলতার পরিচর্যার মাধ্যমে তরুণ-তরুণীদের আত্মবিশ্বাসী, ক্ষমতায়িত ও উদ্ভাবনমনস্ক করে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতামূলক পর্যায়ে উন্নীত করা।

মূলনীতি

এই বিশ্ববিদ্যালয়ে এমনভাবে শিক্ষাদান করা হবে যাতে শিক্ষার্থীরা কর্মজগতের বাস্তবানুগ কাঙ্ক্ষিত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ লাভ করে।

অ্যাক্রেডিটেশন

রবীন্দ্র সৃজনকলা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন [ইউজিসি] দ্বারা যথাযথভাবে অনুমোদিত।

অনুষদ ও ডিগ্রি
[ইউজিসি অনুমোদিত]

বর্তমানে তিনটি অনুষদ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়েছে। পরিবেশনকলা অনুষদে দুটি বিষয়ে স্নাতক, নকশা ও উদ্ভাবন অনুষদে দুটি বিষয়ে স্নাতক এবং ব্যবসাবিদ্যা অনুষদে ব্যবসায় প্রশাসনে স্নাতক ডিগ্রি প্রদান করা হবে।

নকশা এবং উদ্ভাবন অনুষদ

- ফ্যাশন ডিজাইন, ৪ বছরের স্নাতক
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি-আইসিটি ৪ বছরের স্নাতক [প্রক্রিয়াধীন]

পরিবেশনকলা অনুষদ

- সংগীত, ৪ বছরের স্নাতক
- নাট্যকলা, ৪ বছরের স্নাতক

ব্যবসাবিদ্যা অনুষদ

ব্যবসায় প্রশাসন [বিবিএ]
৪ বছরের স্নাতক

পরিবেশনকলা অনুষদ
সংগীত বিভাগ

কেন সংগীত বিভাগ?

সংগীত বিষয়ে সম্যক জ্ঞানপ্রদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে সৃজনশীল করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে কোর্সগুলো সাজানো হয়েছে। সংগীতকে এখানে বিবেচনা করা হয়েছে সমাজ ও সংস্কৃতির বৃহত্তর পটভূমি ও প্রেক্ষাপটে।

কোর্সগুলোর উদ্দেশ্য

কোর্সগুলোর মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা সংগীত বিষয়ে তাত্ত্বিক-জ্ঞান, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং সংগীতের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা লাভ করবে। শিক্ষার্থীদেরকে সংগীত বিষয়ে দক্ষ করে গড়ে তোলার পাশাপাশি সাহিত্য, ইতিহাস ইত্যাদি সম্পর্কেও পাঠদান করা হবে। এর মাধ্যমে তাদের মধ্য থেকে একই সঙ্গে সৃজনশীল কর্মজীবী জনশক্তি ও প্রতিভাবান সংগীতকার সৃষ্টি হবে।

শিক্ষার মাধ্যম

সংগীত বিভাগে মূলত বাংলা ভাষায় শিক্ষা প্রদান করা হবে।

শিক্ষা ও পরীক্ষা

সংগীত বিভাগের বি. এ. (সম্মান) পর্যায়ে শিক্ষা কার্যক্রম ৪ বছরের। প্রতি বর্ষে থাকবে ২টি সেমিস্টার। প্রতি সেমিস্টার শেষে শিক্ষার্থীকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে এবং পরবর্তী সেমিস্টারে উত্তরণ ফলাফলের ওপর নির্ভর করবে।

শিক্ষাপদ্ধতি

- ক্লাস লেকচার
- অ্যাসাইনমেন্ট
- অধ্যয়ন ও আলোচনা
- সম্মিলিত পাঠ
- ব্যবহারিক প্রয়োগ
- প্রদর্শন।

মূল্যায়ন

- কুইজ
- মিডটার্ম পরীক্ষা (১-২টি)
- চূড়ান্ত পরীক্ষা
- ব্যবহারিক পরীক্ষা
- নিয়মিত মূল্যায়নকরণ
- একক বা সম্মিলিত কর্মপরিচালনা
- প্রতিবেদন।

শিক্ষাগ্রহণের স্থানসমূহ

- শ্রেণিকক্ষ
- অনুশীলনকক্ষ
- গ্রন্থাগার
- মঞ্চ
- পরিদর্শন।

ক্রেডিট, কোর্স ও সেমিস্টার

সংগীত বিভাগে স্নাতক পর্যায়ে মোট ক্রেডিট ১২৮। মোট কোর্স ৪১। এর মধ্যে ভাষা ও সাধারণ শিক্ষার কোর্স ৪টি [বাংলা, ইংরেজি, বাংলাদেশ অধ্যয়ন ও রবীন্দ্র অধ্যয়ন], কোর কোর্স ২৭টি ও অনুষঙ্গী কোর্স ১০টি। প্রতি ক্রেডিটের জন্য সপ্তাহে ১ ঘণ্টা ক্লাস [যেমন: ৩ ক্রেডিটের ১টি কোর্সে সপ্তাহে ৩ ঘণ্টা ক্লাস]। ৪ বছরে ৮টি সেমিস্টার [প্রতি সেমিস্টার = ৬ মাস]। প্রতি সেমিস্টারে মোট ১৫ সপ্তাহ ক্লাস হবে। মধ্যবর্তী সময়ে মিডটার্ম পরীক্ষা হবে। চূড়ান্ত পরীক্ষার আগে প্রস্তুতিমূলক-ছুটি এবং পরীক্ষার পরে সেমিস্টার-ছুটি থাকবে। পরবর্তী সেমিস্টারে ক্লাস শুরুর পূর্বেই চলমান সেমিস্টারের ফলাফল প্রকাশ করা হবে।

পাঠক্রম [সারসংক্ষেপ]

- রবীন্দ্র সংগীত, নজরুল গীতি, লোক সংগীত, উচ্চাঙ্গ সংগীত ও পঞ্চকবির গান।
- সংগীতের ইতিহাস ও বিভিন্ন প্রেক্ষাপট।
- ব্যবহারিক ও অনুশীলন ক্লাস।
- বাংলা সংগীতের ক্রমবিকাশ।
- অনুষঙ্গী [ক্রেডিট কোর্স] বিষয় হিসেবে সংস্কৃতি-চিন্তা, শব্দবিজ্ঞান, নৃত্যকলা, নাটক প্রভৃতি অধ্যয়ন।

শিক্ষাব্যয়

ভর্তি ফি	১৫,০০০/-
সেমিস্টার রেজিস্ট্রেশন ফি [৭ সেমিস্টার × ৩,০০০/-]	২১,০০০/-
পরীক্ষা ফি [৮×১,০০০/-]	৮,০০০/-
গ্রন্থাগার ও শিক্ষা সহায়ক কার্যক্রম ফি [৮×৫০০/-]	৪,০০০/-
কোর্স ফি [১২৮ ক্রেডিট×১,৮৫০-প্রতি ক্রেডিট]	২,৩৬,৮০০/-
মোট ফি	**২,৮৪,৮০০/-**

ভর্তি ফরম	৫০০/-
আইডি কার্ড ফি	৫০০/-

ভর্তির যোগ্যতা

সংগীত বিভাগে ভর্তির জন্য এসএসসি/O-Level এবং এইচএসসি/A-Level বা সমমানের পাবলিক পরীক্ষার প্রতিটি পর্যায়ে অবশ্যই ন্যূনতম GPA-2 থাকতে হবে।

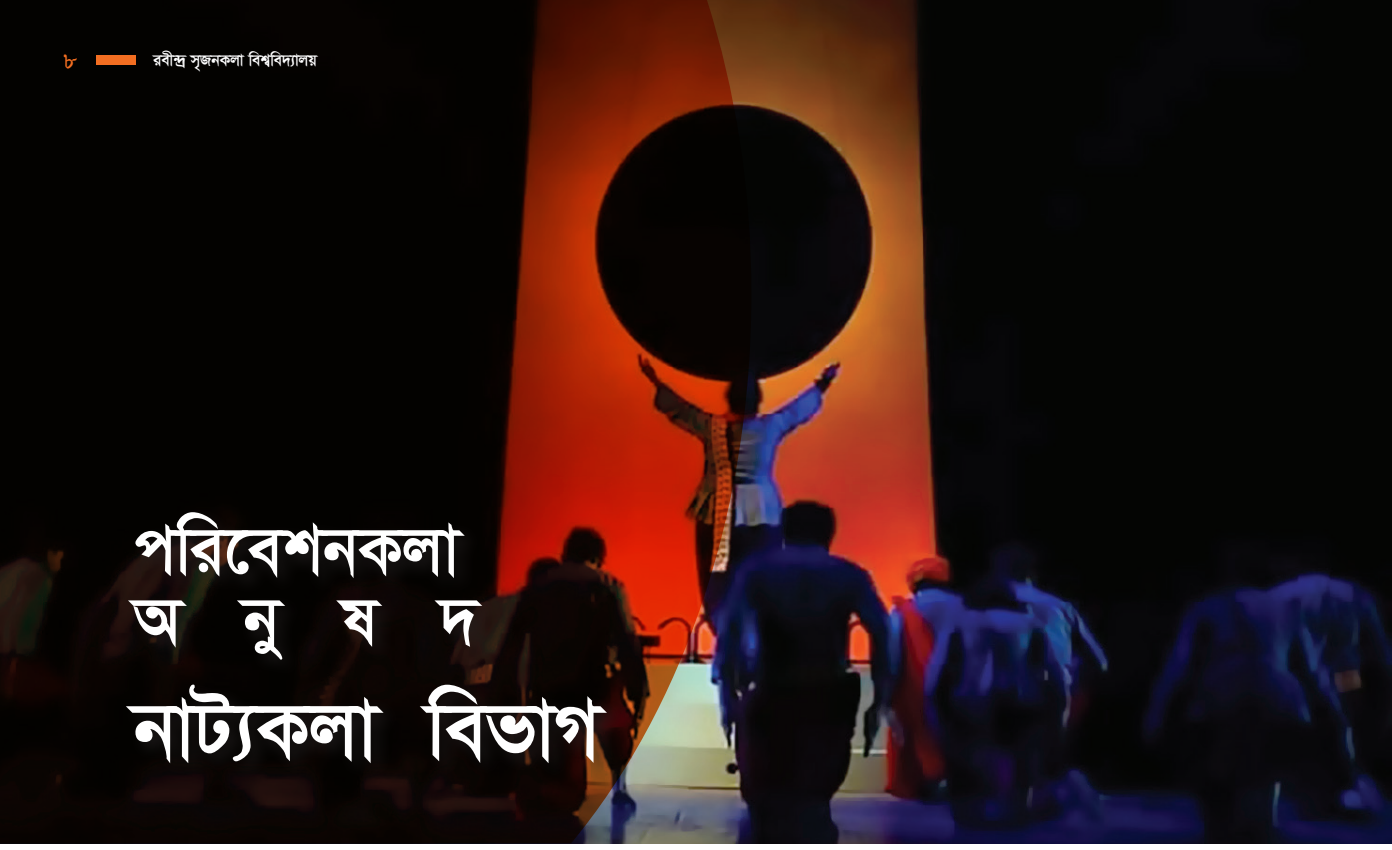

পরিবেশনকলা অনুষদ

নাট্যকলা বিভাগ

কেন নাট্যকলা বিভাগ?

বর্তমান বহুমাত্রিক বিশ্বব্যবস্থায় 'অভিকরণ' বা 'পরিবেশনা' বিষয়টি সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং পেশাগত জীবনে স্বীকৃত এবং জীবনের অপরিহার্য অনুষঙ্গ হিসেবে বিবেচিত। পরিবেশনকলার সমকালীন গুরুত্ব, চর্চা ও প্রয়োজনীয়তার নিরিখে পেশা-সুদক্ষ সৃজনশীল শিল্পী গড়ে তোলার লক্ষ্যে নাট্যকলা বিভাগের যাত্রা। নাট্যকলা বিষয়টিকে এখানে উন্নয়ন, পরিবর্তন এবং জীবনযাপনের উপায় বা মাধ্যম হিসেবে সমাজ ও সংস্কৃতির বৃহত্তর পটভূমি ও প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করা হয়েছে।

কোর্সগুলোর উদ্দেশ্য

এই কোর্সগুলোর মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের নাট্যকলা বিষয়ে প্রায়োগিক ও তাত্ত্বিক-জ্ঞান, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং ইতিহাস, ঐতিহ্য ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ পাঠদান করা হবে। ফলে নাট্যকলার বিশেষায়িত জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা অভিনয় [মঞ্চ ও পর্দা-চলচ্চিত্র, টেলিভিশন ও মোবাইল] ও ডিজাইনিং-এর বহুমাত্রিক ধারণা ও প্রয়োগের অভিজ্ঞতা লাভ করবে। এর ফলে তাদের মধ্য থেকে সৃজনশীল কর্মজীবী জনশক্তি সৃষ্টি হবে।

শিক্ষার মাধ্যম

নাট্যকলা বিভাগে শিক্ষাদানের মাধ্যম মূলত বাংলা। তবে বিশ্ব নাট্য ও পরিবেশনকলা অধ্যয়নে ইংরেজি ভাষার প্রাথমিক ও সহায়ক গ্রন্থের পাঠ ও পর্যালোচনা অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

শিক্ষা ও পরীক্ষা

নাট্যকলা বিভাগের বি. এ. (সম্মান) পর্যায়ে শিক্ষাকার্যক্রম ৪ বছরের। প্রতিবর্ষে থাকবে ২টি সেমিস্টার। প্রতি সেমিস্টারে শিক্ষার্থীকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে এবং পরবর্তী সেমিস্টারে উত্তরণ ফলাফলের ওপর নির্ভর করবে।

শিক্ষাপদ্ধতি

- ক্লাস লেকচার
- অ্যাসাইনমেন্ট
- অধ্যয়ন ও আলোচনা
- সম্মিলিতপাঠ
- ব্যবহারিক প্রয়োগ
- মাঠ পর্যবেক্ষণ এবং বিশেষায়িত জ্ঞানের আদান প্রদান
- পরিদর্শন ও প্রদর্শনী।

মূল্যায়ন

- কুইজ
- মিডটার্ম পরীক্ষা (১-২টি)
- চূড়ান্ত পরীক্ষা
- ব্যবহারিক পরীক্ষা
- নিয়মিত মূল্যায়ণকরণ
- একক বা সম্মিলিত কর্ম পরিচালনা
- প্রতিবেদন।

শিক্ষাগ্রহণের স্থানসমূহ

- শ্রেণিকক্ষ
- অনুশীলনকক্ষ
- বিশেষায়িত ক্ষেত্র বা এলাকা
- গ্রন্থাগার
- মঞ্চ
- নাট্য প্রদর্শনী।

ক্রেডিট, কোর্স ও সেমিস্টার

নাট্যকলা বিভাগে স্নাতক পর্যায়ে মোট ক্রেডিট ১৩২। মোট কোর্স ৪০। এর মধ্যে ভাষা ও সাধারণ শিক্ষার কোর্স ৪টি [বাংলা, ইংরেজি, বাংলাদেশ অধ্যয়ন ও রবীন্দ্র অধ্যয়ন], কোর কোর্স ৩৪টি ও অনুষঙ্গী কোর্স ২টি। প্রতি ক্রেডিটের জন্য প্রতিসপ্তাহে ১ ঘণ্টা ক্লাস [যেমন: ৩ ক্রেডিটের ১টি কোর্সে সপ্তাহে ৩ ঘণ্টা ক্লাস]। ৪ বছরে ৮টি সেমিস্টার [প্রতি সেমিস্টার = ৬ মাস]। মোট ১৫ সপ্তাহ ক্লাস হবে। মধ্যবর্তী সময়ে মিডটার্ম পরীক্ষা। চূড়ান্ত পরীক্ষার আগে প্রস্তুতিমূলক-ছুটি এবং পরীক্ষার পরে সেমিস্টার-ছুটি থাকবে। পরবর্তী সেমিস্টারে ক্লাস শুরুর পূর্বেই চলমান সেমিস্টারের ফলাফল প্রকাশ করা হবে।

পাঠক্রম [সারসংক্ষেপ]

- প্রাচ্য, পাশ্চাত্য, ভারতীয় ও লোকনাট্য।
- নাটক, নাট্য ও পরিবেশনার উৎস, ইতিহাস ও প্রেক্ষাপট।
- তাত্ত্বিক, ব্যবহারিক ও অনুশীলন ক্লাস।
- অনুষঙ্গী [ক্রেডিট কোর্স] বিষয় হিসেবে টিভি ও গণমাধ্যম, সঙ্গীত, নৃত্যকলা, মুকাভিনয় প্রভৃতি অধ্যয়ন।

শিক্ষাব্যয়

ভর্তি ফি	১৫,০০০/-
সেমিস্টার রেজিস্ট্রেশন ফি [৭ সেমিস্টার × ৩,০০০/-]	২১,০০০/-
পরীক্ষা ফি [৮×১,০০০/-]	৮,০০০/-
গ্রন্থাগার ও শিক্ষা সহায়ক কার্যক্রম ফি [৮×৫০০/-]	৪,০০০/-
কোর্স ফি [১৩২ ক্রেডিট × ১,৮০০-প্রতি ক্রেডিট]	২,৩৭,৬০০/-
মোট ফি	**২,৮৫,৬০০/-**

ভর্তি ফরম	৫০০/-
আইডি কার্ড ফি	৫০০/-

ভর্তির যোগ্যতা

নাট্যকলা বিভাগে ভর্তির জন্য এসএসসি/O-Level এবং এইচএসসি/A-Level বা সমমানের পাবলিক পরীক্ষার প্রতিটি পর্যায়ে অবশ্যই ন্যূনতম GPA-2 থাকতে হবে।

নকশা এবং উদ্ভাবন অনুষদ
ফ্যাশন ডিজাইন বিভাগ

কেন ফ্যাশন ডিজাইন বিভাগ?

ফ্যাশনের সঠিক ও বাস্তবভিত্তিক জ্ঞান ও শিক্ষা এখন সময়ের দাবি। শিক্ষার্থীদেরকে ফ্যাশন সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান প্রদানের মাধ্যমে দেশে ফ্যাশন সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ফ্যাশন বিভাগের যাত্রা। পৃথিবীর সেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ফ্যাশন বিভাগের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এখানে কোর্সগুলো সাজানো হয়েছে।

কোর্সগুলোর উদ্দেশ্য

ফ্যাশন ডিজাইনের কোর্সগুলো এমনভাবে সাজানো হয়েছে যেন একজন শিক্ষার্থী তার অর্জিত জ্ঞান বাস্তব জীবনে কাজে লাগিয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে। বিশেষত, বিশ্বে বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের চাহিদার কথা এখানে বিবেচনায় রাখা হয়েছে। প্রতিটি কোর্সে গার্মেন্টস ও ফ্যাশন বিষয়ক ইতিহাস, তার ব্যাখ্যা, বর্তমান ফ্যাশন প্রবণতা তৈরি, মার্কেটিং, চাকুরির সুযোগ ও ব্যবসায়িক কাজের সুবিধার কথা বিবেচনা রেখে ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক শিক্ষা প্রদান করা হবে। এর ফলে সকল স্নাতকোত্তীর্ণ শিক্ষার্থী প্রাপ্ত শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে ফ্যাশন সচেতনতার মাধ্যমে নিজেকে ও দেশকে সমৃদ্ধ করতে পারবে।

শিক্ষার মাধ্যম

ফ্যাশন ডিজাইন বিভাগে শিক্ষাদানের মাধ্যম বাংলা ও ইংরেজি। বৈশ্বিক ফ্যাশন অধ্যয়নে ইংরেজি ভাষার প্রাথমিক ও সহায়ক গ্রন্থের পাঠ ও পর্যালোচনা অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

শিক্ষা ও পরীক্ষা

ফ্যাশন ডিজাইন বিভাগের বি. এ. (সম্মান) পর্যায়ে শিক্ষা কার্যক্রম ৪ বছরের। প্রতি বর্ষে ২টি সেমিস্টার। প্রতি সেমিস্টারে শিক্ষার্থীকে পরীক্ষা [তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক] ও অ্যাসাইনমেন্টে অংশগ্রহণ করতে হবে এবং পরবর্তী সেমিস্টারে উত্তরণ ফলাফলের ওপর নির্ভর করবে।

শিক্ষাপদ্ধতি

- ক্লাস লেকচার
- অ্যাসাইনমেন্ট
- অধ্যয়ন ও আলোচনা
- সম্মিলিতপাঠ
- ব্যবহারিক প্রয়োগ
- ক্ষেত্রসমীক্ষা এবং বিশেষায়িত জ্ঞানের আদান প্রদান
- ফ্যাশন শো।

মূল্যায়ন

- কুইজ
- মিডটার্ম পরীক্ষা (১-২টি)
- চূড়ান্ত পরীক্ষা
- ব্যবহারিক পরীক্ষা
- নিয়মিত মূল্যায়ণকরণ
- একক বা সম্মিলিত কর্ম-পরিচালনা
- প্রতিবেদন।

শিক্ষাগ্রহণের স্থানসমূহ

- শ্রেণিকক্ষ
- ল্যাবরেটরি [সুইয়িং ল্যাব, প্যাটার্ন ল্যাব, ড্র্যাপিং ল্যাব, ই-ফ্যাশন ল্যাব]
- গ্রন্থাগার
- মঞ্চ
- ফ্যাশন/গার্মেন্টস সংশ্লিষ্ট পরিদর্শন।

ক্রেডিট, কোর্স ও সেমিস্টার

ফ্যাশন বিভাগে স্নাতক পর্যায়ে মোট ক্রেডিট ১৪৬। মোট কোর্স ৫৫। এর মধ্যে ভাষা ও সাধারণ শিক্ষার কোর্স ৪টি [বাংলা, ইংরেজি, বাংলাদেশ অধ্যয়ন ও রবীন্দ্র অধ্যয়ন], কোর কোর্স ৪৭টি ও অনুষঙ্গী কোর্স ৪টি। চূড়ান্ত সেমিস্টারে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ইন্টার্নশিপ, পোর্টফোলিও ও ড্রেস প্রেজেন্টেশন। প্রতি ক্রেডিটের জন্য প্রতিসপ্তাহে ১ ঘণ্টা ক্লাস [যেমন: ৩ ক্রেডিটের ১টি কোর্সে সপ্তাহে ৩ ঘণ্টা ক্লাস]। ৪ বছরে ৮টি সেমিস্টার [প্রতি সেমিস্টার = ৬ মাস]। মোট ১৫ সপ্তাহ ক্লাস হবে। মধ্যবর্তী সময়ে মিডটার্ম পরীক্ষা। চূড়ান্ত পরীক্ষার আগে প্রস্তুতিমূলক-ছুটি এবং পরীক্ষার পরে সেমিস্টার-ছুটি থাকবে। পরবর্তী সেমিস্টারে ক্লাস শুরুর পূর্বেই চলমান সেমিস্টারের ফলাফল প্রকাশ করা হবে।

পাঠক্রম [সারসংক্ষেপ]

- ফ্যাশনবিশ্বের বিভিন্ন ধারার বিকাশ সম্পর্কে জ্ঞান [ব্যবহারিক ও লেকচারের মাধ্যম]।
- ফ্যাশনের অতীত ও বর্তমান ইতিহাস সম্পর্কে সম্যক ধারণা এবং ভবিষ্যৎ ফ্যাশন নিয়ে গবেষণা।
- অনুষঙ্গী [ক্রেডিট কোস] বিষয় হিসেবে সমাজবিজ্ঞান, বাণিজ্য প্রভৃতি অধ্যয়ন।
- বিভিন্ন ফ্যাশন শিল্প ও স্থাপনায় ইন্টার্নি ও ক্লাস।

শিক্ষাব্যয়

ভর্তি ফি	১৫,০০০/-
সেমিস্টার রেজিস্ট্রেশন ফি [৭ সেমিস্টার × ৩,০০০/-]	২১,০০০/-
পরীক্ষা ফি [৮×১,২৫০/-]	১০,০০০/-
গ্রন্থাগার ও শিক্ষা সহায়ক কার্যক্রম ফি [৮×৫০০/-]	৪,০০০/-
কোর্স ফি [১৪৬ ক্রেডিট×২,৫০০-প্রতি ক্রেডিট]	৩,৬৫,০০০/-
মোট ফি	**৪,১৫,০০০/-**

ভর্তি ফরম	৫০০/-
আইডি কার্ড ফি	৫০০/-

ভর্তির যোগ্যতা

ফ্যাশন ডিজাইন বিভাগে ভর্তির জন্য এসএসসি/O-Level এবং এইচএসসি/A-Level বা সমমানের পাবলিক পরীক্ষার প্রতিটি পর্যায়ে অবশ্যই ন্যূনতম GPA-2 থাকতে হবে।

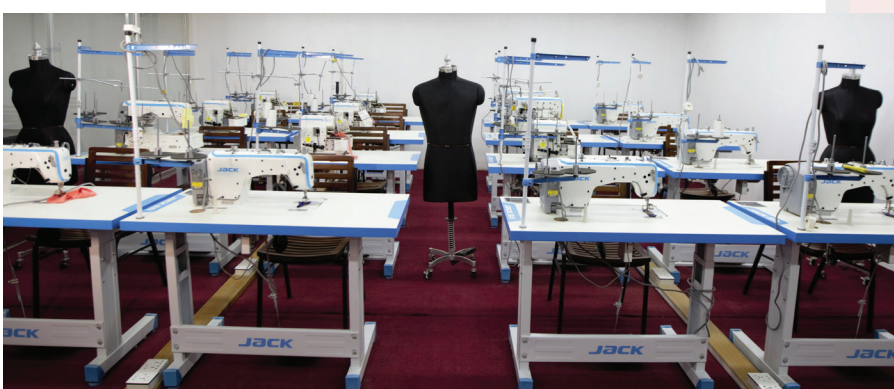

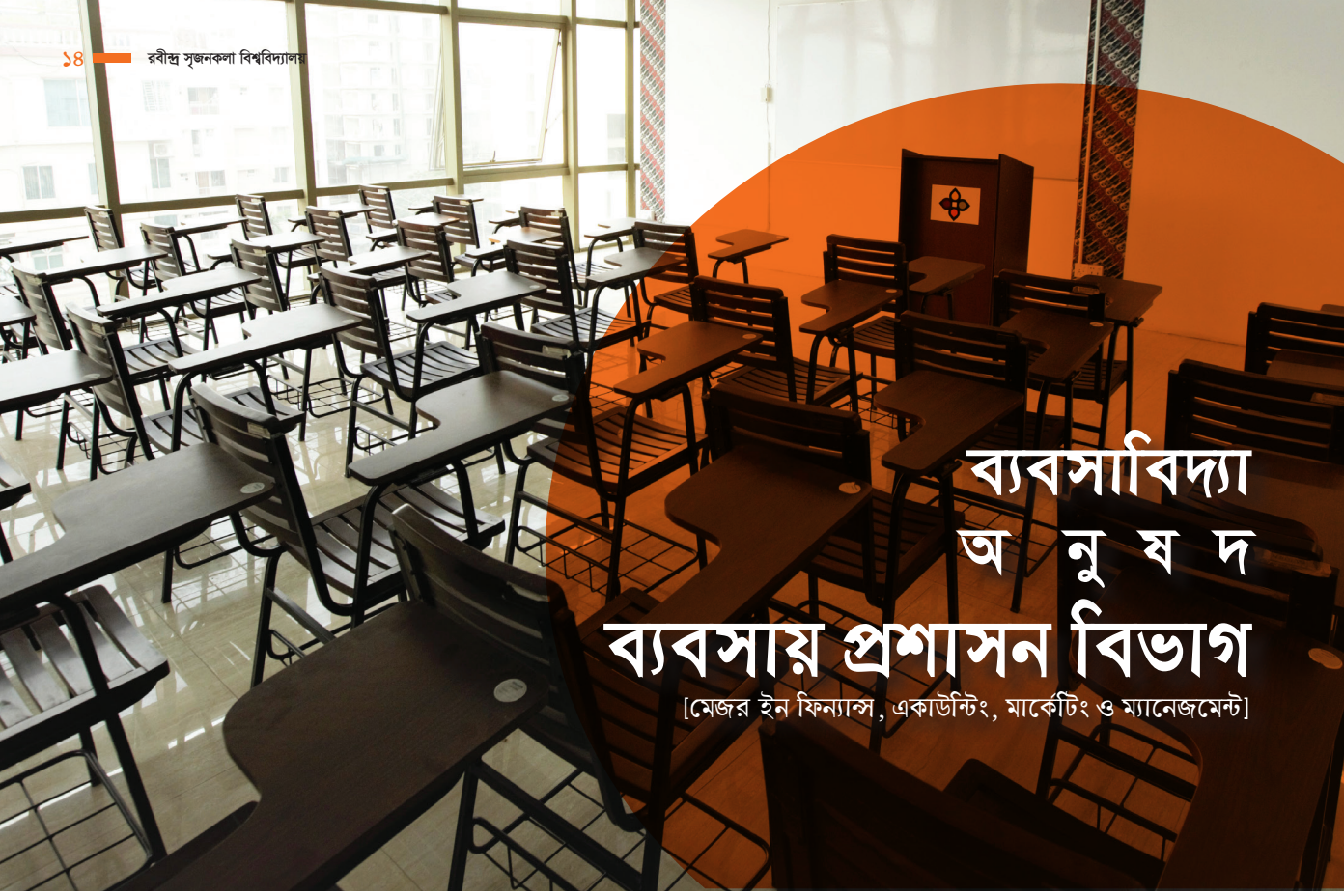

ব্যবসাবিদ্যা অনুষদ

ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ

[মেজর ইন ফিন্যান্স, একাউন্টিং, মার্কেটিং ও ম্যানেজমেন্ট]

কেন ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ?

বিশ্বায়ন এবং ব্যবসা সমন্বয়করণের এই যুগে বিবিএ ডিগ্রি বাণিজ্য জগতে অত্যাবশ্যকীয় যোগ্যতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। রবীন্দ্র সৃজনকলা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগে স্নাতক ডিগ্রি শিক্ষার্থীদের চাকুরির সংস্থানের যোগ্য করার পাশাপাশি অধিকতর জ্ঞানসম্পন্ন করে তুলবে। শিক্ষার্থীরা এখানে পাঠগ্রহণের মধ্য দিয়ে ব্যবসায় প্রশাসনকে সমাজ ও অর্থনীতির বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে অনুধাবন করতে পারবে। বিবিএ-র কোর্সগুলো কেবল তাত্ত্বিক আলোচনায় সীমাবদ্ধ নয়; বরং তত্ত্ব এবং প্রয়োগ উভয়ের সমন্বয়ে প্রস্তুত, যা শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়তার মাধ্যমে পেশাগত দক্ষতা অর্জনের নতুন দ্বার উন্মোচন করবে।

কোর্সগুলোর উদ্দেশ্য

কোর্সের সামগ্রিক উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীদের বুদ্ধিবৃত্তিক সক্ষমতা, ব্যক্তিত্বের বিকাশ এবং ব্যবস্থাপনাগত দক্ষতার উন্নয়ন এমনভাবে ঘটানো যেন তারা সরকারি সংস্থা, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, শিল্প-কারখানা, কনসালটেন্সি ফার্ম এবং অন্যান্য সংস্থায় দায়িত্ব পালনে উপযুক্ত হয়। পাশাপাশি এই স্নাতকেরা নিজস্ব ব্যবসা শুরু করার মতো আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে। এই বিবিএ ডিগ্রি শিক্ষার্থীদের এমবিএ-সহ উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনেও অনুপ্রাণিত করে যা ব্যবসায় অংশীদার হওয়ার পাশাপাশি আত্মকর্মসংস্থানের নতুন দ্বার উন্মোচন করছে।

শিক্ষার মাধ্যম

ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগে মূলত ইংরেজি ভাষায় শিক্ষাপ্রদান করা হবে।

শিক্ষা ও পরীক্ষা

বিবিএ [সম্মান] পর্যায়ে শিক্ষা কার্যক্রম ৪ বছরের। প্রতি বর্ষে থাকবে ২টি সেমিস্টার। প্রতি সেমিস্টার শেষে শিক্ষার্থীকে চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে এবং পরবর্তী সেমিস্টারে উত্তরণ ফলাফলের ওপর নির্ভর করবে।

শিক্ষা পদ্ধতি

- ক্লাস লেকচার
- অনুশীলনী ক্লাস
- অ্যাসাইনমেন্ট
- অধ্যয়ন ও আলোচনা
- সম্মিলিত অনুশীলন ও উপস্থাপনা
- প্রকল্প
- কেস স্টাডি
- প্রদর্শন
- ব্যবহারিক প্রয়োগ
- অনলাইন গবেষণা
- শিল্প-কারখানা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন।

মূল্যায়ন

- কুইজ
- মিডটার্ম পরীক্ষা [১-২টি]
- চূড়ান্ত পরীক্ষা
- নিয়মিত মূল্যায়নকরণ
- একক বা সম্মিলিত কর্মপরিচালনা
- শ্রেণি উপস্থাপনা
- হোমওয়ার্ক
- সাক্ষাৎকার
- একক বা সম্মিলিত অ্যাসাইনমেন্ট
- ইভেন্ট প্ল্যানিং
- প্রকল্প এবং উপস্থাপনা
- প্রতিবেদন।

শিক্ষাগ্রহণের স্থানসমূহ

- শ্রেণিকক্ষ
- রিসোর্স সেন্টার
- গবেষণাগার
- গ্রন্থাগার
- অনলাইন গবেষণা
- সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান।

ক্রেডিট, কোর্স ও সেমিস্টার

ব্যবসায় প্রশাসনে স্নাতক পর্যায়ে মোট ক্রেডিট ১৫৬। মোট কোর্স ৪৫। এর মধ্যে ভাষা ও সাধারণ শিক্ষার কোর্স ৪টি [বাংলা, ইংরেজি, বাংলাদেশ অধ্যয়ন ও রবীন্দ্র অধ্যয়ন], কোর কোর্স ৩৭টি ও অনুষঙ্গী কোর্স ৪টি। চূড়ান্ত সেমিস্টারে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ব্যবসা স্থাপনা পরিদর্শন ও ইন্টার্নশিপ/গবেষণাপত্র। প্রতি ক্রেডিটের জন্য প্রতিসপ্তাহে ১ ঘণ্টা ক্লাস [যেমন: ৩ ক্রেডিটের ১টি কোর্সে সপ্তাহে ৩ ঘণ্টা ক্লাস]। ৪ বছরে ৮টি সেমিস্টার [প্রতি সেমিস্টার = ৬ মাস]। মোট ১৫ সপ্তাহ ক্লাস হবে। মধ্যবর্তী সময়ে মিডটার্ম পরীক্ষা। চূড়ান্ত পরীক্ষার আগে প্রস্তুতিমূলক-ছুটি এবং পরীক্ষার পরে সেমিস্টার-ছুটি থাকবে। পরবর্তী সেমিস্টারে ক্লাস শুরুর পূর্বেই চলমান সেমিস্টারের ফলাফল প্রকাশ করা হবে।

পাঠক্রম [সারসংক্ষেপ]

- ফান্ডামেন্টালস অফ একাউন্টিং, ম্যানেজেরিয়াল একাউন্টিং, ম্যানেজেরিয়াল ফাইন্যান্স, কর্পোরেট ফাইন্যান্স, মার্কেটিং ম্যানেজমেন্ট, ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটিং, ম্যানেজমেন্ট প্রিন্সিপালস, ম্যানেজমেন্ট থট ইত্যাদি।
- হিস্টরি অফ বিজনেজ স্টাডিজ এন্ড ইটস টাইমলাইন।
- বিজনেস ম্যাথমেটিকস, বিজনেস স্ট্যাটিসটিকস এন্ড বিজনেস কমিউনিকেশন।
- অনুষঙ্গী [ক্রেডিট কোর্স] বিষয় হিসেবে অর্থনীতি, কম্পিউটার, এনভাইরনমেন্ট, সোশিওলজি এন্ড সাইকোলজি প্রভৃতি অধ্যয়ন।

শিক্ষাব্যয়

ভর্তি ফি	১৫,০০০/-
সেমিস্টার রেজিস্ট্রেশন ফি [৭ সেমিস্টার × ৩,০০০/-]	২১,০০০/-
পরীক্ষা ফি [৮×১,০০০/-]	৮,০০০/-
গ্রন্থাগার ও শিক্ষা সহায়ক কার্যক্রম ফি [৮×৫০০/-]	৪,০০০/-
কোর্স ফি [১৫৬ ক্রেডিট×২,২০০-প্রতি ক্রেডিট]	৩,৪৩,২০০/-
মোট ফি	**৩,৯১,২০০/-**

ভর্তি ফরম	৫০০/-
আইডি কার্ড ফি	৫০০/-

ভর্তির যোগ্যতা

- এসএসসি ও এইচএসসি বা সমমানের পাবলিক পরীক্ষার প্রতিটি পর্যায়ে অবশ্যই ন্যূনতম দ্বিতীয় বিভাগ অথবা জিপিএ ২.৫০ অথবা সমমানের গ্রেড থাকতে হবে। তবে কোনো একটি পরীক্ষায় ন্যূনতম জিপিএ ২.০০ থাকলে উভয় পরীক্ষায় অবশ্যই মোট জিপিএ অন্যূন ৬.০০ থাকতে হবে।

- ও লেভেল (O-LeveL) পরীক্ষায় ন্যূনতম পাঁচটি বিষয় (Subject) এবং এ লেভেল (A-LeveL) পরীক্ষায় ন্যূনতম দুটি বিষয় (Subject) অবশ্যই থাকতে হবে। উক্ত দুটি পরীক্ষায় অন্যূন সাতটি বিষয়ের মধ্যে চারটিতে বি গ্রেড বা জিপিএ ৪.০০ এবং বাকি তিনটি বিষয়ে সি গ্রেড বা জিপিএ ৩.৫০ অবশ্যই থাকতে হবে।

- মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের জন্য এসএসসি ও এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় মোট জিপিএ ৫.০০ থাকতে হবে।

লেটার গ্রেড পদ্ধতি

গাণিতিক ফলাফল	লেটার গ্রেড	গ্রেড পয়েন্ট
৮০ থেকে ১০০ নম্বর	এ+	৪.০০
৭৫ থেকে ৭৯ নম্বর	এ	৩.৭৫
৭০ থেকে ৭৪ নম্বর	এ-	৩.৫০
৬৫ থেকে ৬৯ নম্বর	বি +	৩.২৫
৬০ থেকে ৬৪ নম্বর	বি	৩.০০
৫৫ থেকে ৫৯ নম্বর	বি-	২.৭৫
৫০ থেকে ৫৪ নম্বর	সি+	২.৫০
৪৫ থেকে ৪৯ নম্বর	সি	২.২৫
৪০ থেকে ৪৪ নম্বর	ডি	২.০০
৪০% এর নিচে	এফ	০০
চলমান	এক্স	-----
অসম্পূর্ণ	আই	-----

এক সেমিস্টারে কোনো কোর্স সন্তোষজনকভাবে শেষ করা না গেলে তা পরবর্তী সেমিস্টারে অব্যাহত থাকবে। সেক্ষেত্রে আই গ্রেড [অসম্পূর্ণ] উল্লেখ করা হবে। যখন কোনো শিক্ষার্থীর অগ্রগতি সন্তোষজনক, তবে কোর্সটি তখনও সম্পূর্ণ করতে পারেনি অথবা চূড়ান্ত গ্রেড প্রাপ্ত হয়নি, তখন তাকে এক্স গ্রেড দেওয়া হবে।

রবীন্দ্র সৃজনকলা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক ডিগ্রির জন্য শিক্ষার্থীদের কিউমুলেটিভ গ্রেড পয়েন্ট অ্যাভারেজ [সিজিপিএ] ৪ এর মধ্যে ২ অর্জন করতে হবে।

ছাড় ও বৃত্তি

প্রতি সেমিস্টারে মোট ছাত্রের শতকরা ৩ জন মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সন্তান ও শতকরা ৩ জন অনগ্রসর অঞ্চলের দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীকে কোর্স ফি-সহ অন্যান্য ফি-তে শতভাগ ছাড় প্রদান করা হবে। অন্যান্য ছাড়সমূহ নিম্নরূপ:

- এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় জিপিএ ৫ [চতুর্থ বিষয় ছাড়া] প্রাপ্তরা কোর্স ফি-তে ৫০% ছাড় পাবেন।
- এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় জিপিএ ৫ [চতুর্থ বিষয়সহ] প্রাপ্তরা কোর্স ফি-তে ২৫% ছাড় পাবেন।
- এসএসসি ও এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় জিপিএ ৪.৫০-৪.৯৯ প্রাপ্তরা কোর্স ফি-তে ২০% ছাড় পাবেন।
- এসএসসি ও এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় জিপিএ ৪.০০-৪.৪৯ প্রাপ্তরা কোর্স ফি-তে ১৫% ছাড় পাবেন।
- এসএসসি ও এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় জিপিএ ৩.৫০-৩.৯৯ প্রাপ্তরা কোর্স ফি-তে ১০% ছাড় পাবেন।

এছাড়াও নিম্নোক্ত ছাড় প্রদান করা হবে:

- স্বামী-স্ত্রী ও সহোদর-সহোদরার ক্ষেত্রে যেকোনো একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী থাকলে অন্যজন কোর্স ফি-তে ৩০% ছাড় পাবেন।
- নারী শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে কোর্স ফি-তে ১০% ছাড় প্রদান করা হবে।
  [কোনো শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রেই একই সঙ্গে একাধিক ছাড় প্রযোজ্য নয়]

বৃত্তি: বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষায় ভালো ফলকারীদের জন্য বহুসংখ্যক বৃত্তির ব্যবস্থা রয়েছে। দরিদ্র মেধাবীদের জন্যও নানা বৃত্তি আছে।

শিক্ষা সমাপ্ত হলে শিক্ষার্থীদের পেশাগতভাবে যুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হবে।

গ্রন্থাগার ও অন্যান্য

রবীন্দ্র সৃজনকলা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে ব্যবসায় প্রশাসন, ফ্যাশন ডিজাইন, সংগীত, নাট্যকলাসহ বিষয়ভিত্তিক প্রয়োজনীয় রেফারেন্স বইয়ের সংগ্রহ রয়েছে। সব বই-ই মূল প্রকাশনা।

এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে রয়েছে রবীন্দ্র-নজরুল অধ্যয়ন, অভিধান ও বিশ্বকোষ, সাময়িকী, অভিসন্দর্ভ, বাংলাদেশ অধ্যয়ন, জীবনী ও আত্মজীবনী, সাময়িকী এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বই। রয়েছে একটি সমৃদ্ধ বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নার। সঙ্গে কিছু দুর্লভ গ্রন্থ ও সাময়িকী।

সকল বিভাগে রয়েছে প্রয়োজনীয় ডিজিটাল ল্যাব এবং যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ আধুনিক অনুশীলন কক্ষ।

এছাড়াও এ বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে পৃথক ছাত্রী বিশ্রামাগার। দৃষ্টিনন্দন মঞ্চ ও সুপরিসর গ্রিনরুমসহ প্রশস্ত আধুনিক একটি মিলনায়তন রয়েছে এখানে। আছে বাহারি খাবারের রুফটপ ক্যাফেটেরিয়া এবং পৃথক নামাজের স্থান।

শিক্ষাসহায়ক কার্যক্রম

শিক্ষা প্রদানের পাশাপাশি এখানে রয়েছে নিয়মিত শিক্ষাসহায়ক কার্যক্রম। বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়-

- শিক্ষা, সংস্কৃতি, সমাজ, বাংলাদেশের ইতিহাস-এতিহ্য, মুক্তিযুদ্ধ প্রভৃতি বিষয়ে নিয়মিত বক্তৃতা
- নিয়মিত সাংস্কৃতিক আয়োজন
- সাহিত্য প্রতিযোগিতা ও সাময়িকী প্রকাশ
- বিতর্ক প্রতিযোগিতা
- আর্ট ক্যাম্প
- বনভোজন ও শিক্ষাসফর
- সংগীত-নাট্য-ফ্যাশন-আবৃত্তি ও নৃত্য প্রতিযোগিতা
- গ্রন্থপাঠ উৎসব
- বিএনসিসি কার্যক্রম
- ক্রীড়া প্রতিযোগিতা
- প্রকৃতি দেখা, গাছ ও ফুল চেনা প্রভৃতি।

ক্যাম্পাস

রবীন্দ্র সৃজনকলা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১ তলা ভবন সুপরিসর ও সূর্যালোকসহ আলোকোজ্জ্বল। সকল ক্লাসরুম মাল্টিমিডিয়ার আধুনিক সুবিধাসহ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। সুপরিসর লিফট, খোলামেলা পরিবেশ। সমস্ত ভবন স্বয়ংক্রিয় অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থার আওতাধীন। ভবনের একপাশে রয়েছে পৃথক জরুরি সিঁড়ি যা অগ্নিপ্রতিরোধক দরজা ও জানালা দিয়ে আলাদা করা। ভবনের দু পাশে রয়েছে প্রশস্ত পার্কিং।

ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যবৃন্দ

রবিন খান
সচিব ট্রাস্টি বোর্ড ও সমন্বয়কারী ট্রাস্টি

অধ্যাপক রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা, সদস্য

অধ্যাপক নজরুল ইসলাম, সদস্য

স্থপতি ফরহাদ রেজা, সদস্য

মেজর জেনারেল (অবঃ) আবু সাঈদ মোঃ মাসুদ, সদস্য

সাইদুর রহমান, সদস্য

মোঃ নাজমুল আহসান সরকার, সদস্য

নীলু আহসান, সদস্য

জসিম উদ্দিন, সদস্য

ড. মেঘনা তাহসিন রেজা, সদস্য

নার্গিস আক্তার সুমি, সদস্য

মিস্ নাওয়ার লায়লা বুলু, সদস্য

মোঃ নজরুল ইসলাম, সদস্য

মোঃ রাফায়াত উল ইসলাম খান, সদস্য

সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ, সদস্য

- সুপরিসর ভবন
- মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষ
- শিক্ষানুকূল পরিবেশ
- সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার
- রুফটপ ক্যাফেটেরিয়া

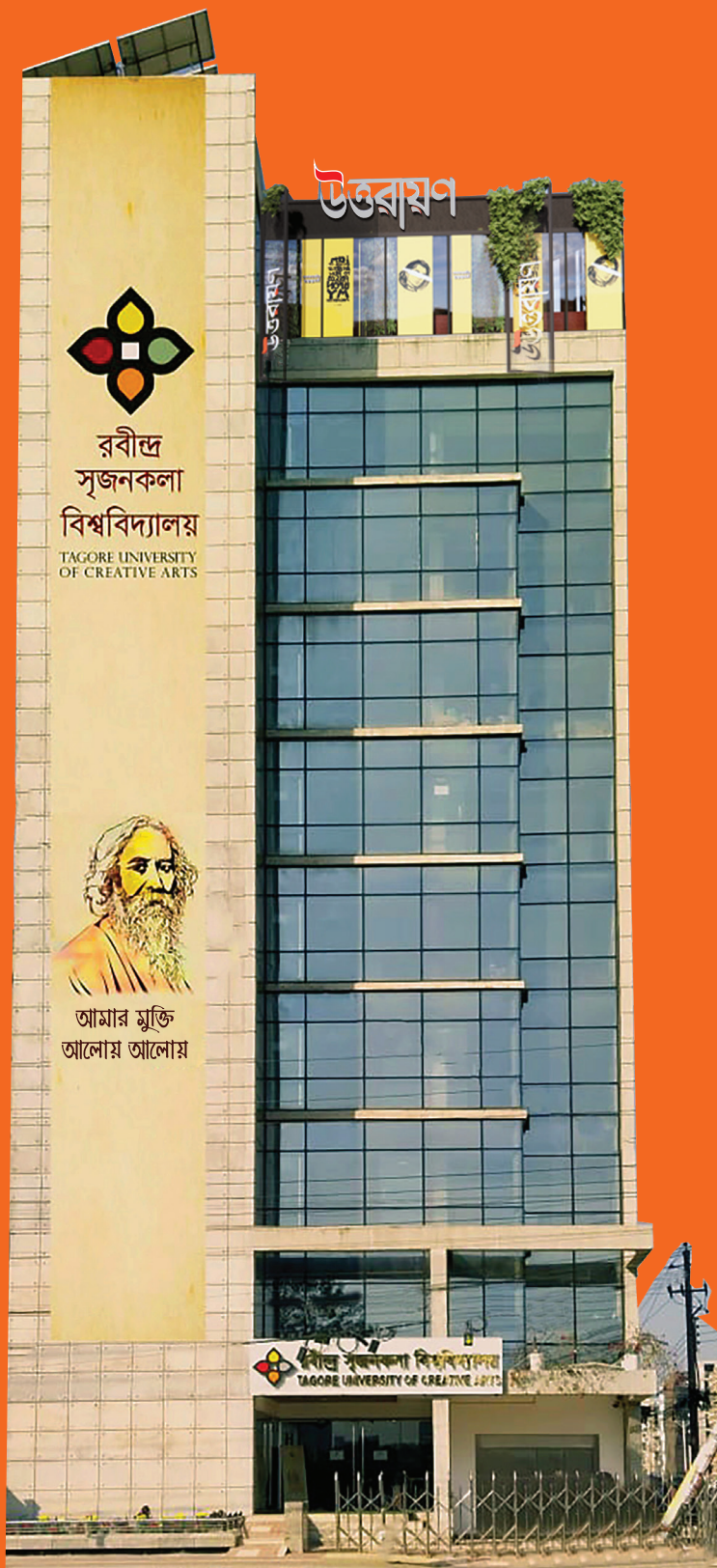

ক্যাম্পাস
৯৭ শাহ্ মখদুম এভিনিউ, সেক্টর-১২,
উত্তরা, ঢাকা-১২৩০ ।
[মেট্রোরেলের প্রথম স্টেশন সংলগ্ন]

ফোন: +৮৮ ০২ ৫৫০৮৬৯০৫
+৮৮ ০২ ৫৫০৮৬৯০৬
মোবাইল: +৮৮ ০১৩২৩৭২৮৮৮১
ইমেইল: info@tuca.edu.bd

tuca1861
www.tuca.edu.bd